দৈনিক
সংবাদ বিচিত্রা
তারিখ 17 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিক্ষা–বাজেটের ভিতরে ও বাইরে–

একটা সুষ্ঠু শিক্ষাচিন্তা (কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট) নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভেজাল চিন্তা ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছে শিক্ষাভুবনে।

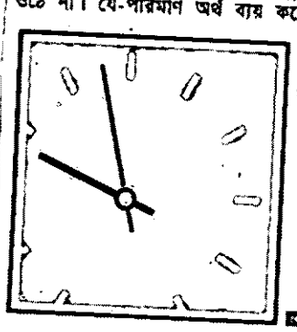

সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

আসন্ন বাজেটে নাকি দেখা যাবে, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ আর থাকছে না। আগাম সংবাদ সব কিছু বলছে না। যেমন, প্রতিরক্ষা খাতের অবস্থান কোথায়? যে-কোনও বিশেষ খাতে বাজেট বরাদ্দ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সরকার কোন খাতকে কতোটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে। সেদিক থেকে কি বলা যাবে যে, শিক্ষা সরকারের দৃষ্টিতে এখন অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা গত বছর ছিল বা তার আগে বেশ কয়েক বছর ধরে ছিল?

আমরা জানি, এভাবে কথাটা বললে সরকার তা মানবে না। সরকার অনেক নজির দিয়ে বোঝাতে চাইবে, শিক্ষা তার আগের গুরুত্ব নিয়েই আছে; তবে শিক্ষার পিছনে ব্যয়ের প্রয়োজন কমে আসছে, তারই প্রতিফলন পড়েছে বাজেট বরাদ্দে।

সংসদে যখন বাজেট উপস্থাপিত হবে, তখন শিক্ষার প্রশ্নে কোমর বেঁধে লড়াই করার মতো কতোজন সংসদ-সদস্য থাকবেন, বলা যাচ্ছে না। স্ক্যানদিনেভিয়ান কোনও একটি দেশে–সুইডেন কি নরওয়ে এর মধ্যে কোনও একটি হবে–সংসদে সংখ্যাগুরু সদস্য এসেছেন শিক্ষকতা পেশা থেকে। এটি একটি অসমর্থিত সংবাদ, তবে সংবাদ সূত্রটি একেবারে তুচ্ছ নয় বলেই উল্লেখ করলাম। আমাদের সংসদে পূর্বেও কখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই পেশার সদস্য ছিল না। এখন ত প্রশ্নই ওঠে না। যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আমাদের সংসদে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হয়, তা-ই যথেষ্ট দরিদ্র শিক্ষককে সংসদ থেকে শতহস্ত নয়, শত কিলোমিটার দূরে রাখার জন্য।

অবশ্য সংসদের বাজেট আলোচনায়, শিক্ষার সপক্ষে কথা বলার জন্য কাউকে শিক্ষক হতে হবে কেন, প্রশ্ন করা যায়। সংসদে আসবেন বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সদস্য। বিতর্কে অংশ নেয়ার জন্য দল থেকেই ঠিক করে দেবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রবক্তা কে বা কারা হবেন। এ-ভাবে এলাকা নির্দিষ্ট হলে একজন, যিনি পেশায় প্রকৌশলী, তিনিও রীতিমতো ওয়াকিবহাল হয়ে শিক্ষা-প্রসঙ্গেই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখতে পারবেন। কিন্তু আমরা কি এ-যাবৎ আমাদের সংসদে বিতর্কের জন্য এ-ধরনের কোনও নীতি বা পদ্ধতির অনুসরণ করেছি? করিনি। আসন্ন বাজেট সেশন যদি ব্যতিক্রমধর্মী কোনও দৃষ্টান্ত না দেখাতে পারে। যদি গতানুগতিকতাই ফিরে আসে, তাহলে দেখব, শুধু শিক্ষা কেন, বাজেট বক্তৃতার কোনও অংশের উপরই এমন একটা বক্তব্য নিয়ে কেউ মুখ খুললেন না, যা না শুনলে কারও কোন ক্ষতি হতো।

সংসদে বাজেট পেশ করা একটা পবিত্র আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, এর [illegible]

আমাদের সামনে প্রমাণের অভাব নেই, এই সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

ক'দিন আগে আমার সুযোগ হয়েছিল দেশের শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশের এক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার। এটা ছিল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন। নেপথ্যের সব কথা জানি না। শুধু এই জানি যে প্রধান অতিথি হয়ে যাঁর আসবার কথা তিনি আসেননি। আমাকে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়েছিল। এই বিব্রতকর খবরটি পূর্বাহ্নে জানতে পারলে আমিও যেতাম না। তবে গিয়ে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। আমি এ-মুহূর্তে, দেশের হাজার হাজার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মনোবেদনার শরিক হতে পারলাম।

সম্মেলনে শিক্ষকেরা তাঁদের সাত দফা দাবি পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বানের লক্ষ্য বর্তমান জোট সরকার। সাত দফা দাবির মধ্যে বেতন, ভাতা, আর্থিক বিষয়াদি রয়েছে। থাকবারই কথা। এর বাইরে যা আছে, যা আদর্শিক ও নীতিভিত্তিক, তার পুনরুচ্চারণকে আমি মূল্য দেব। হতে পারে, এ-সবই পুরনো কথা, কিন্তু এই পুরনো কথাই যে নতুন করে বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এর মধ্যেই আছে বিদ্যমান শিক্ষা-পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র। সমিতির ভাষাতেই বলা যেতে পারে, "মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সুব্যবহারকল্পে এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে একটি অভিন্ন ধারার গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি কায়েম এবং সম্প্রতি গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে দেশের সর্ববৃহৎ ও সিংহ ভাগ শিক্ষকের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (কামরুজ্জামান-খুরশীদ) প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হউক।"

একটা সুষ্ঠু শিক্ষাচিন্তা (কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট) নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভেজাল চিন্তা ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছে শিক্ষাভুবনে। অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা এখন একটি আপ্তবাক্যের বেশি কিছু নয়। এতেও অতোটা ক্ষতি ছিল না, যদি না মূলধারাকে শক্তিশালী ও সৃজনধর্মী ধারা হিসেবে সরকার সর্বাধিক মনোযোগ দিয়ে লালন করতো। অন্য দু'টি অপ্রধান ধারার মধ্যে একটি সরকারের সাহায্য-মুখাপেক্ষী নয়। সমাজের বিত্তবান অংশই এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তৃতীয় ধারাটি–মাদরাসা শিক্ষা–দেশের দরিদ্রতম অংশের চাহিদা মিটিয়ে এতদিন চলেছে, পরানুগ্রহ সম্বল করেই চলেছে। তবে স্বাধীন বাংলাদেশে এই ধারার প্রতি সরকারের মনোযোগ পড়ায় এটি এখন মুক্ত হয়েছে চিরাচরিত ভিক্ষাবৃত্তি থেকে। এ-ধারার শিক্ষার যে অমোচনীয় দুর্বলতা, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সঙ্গে এর যে মৌলিক অসদ্ভাব, [illegible]

সিংহভাগ শিক্ষকের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন'। এ থেকে ধারণা হয়, এই সংগঠনকে উপেক্ষা করে এমন কোন শিক্ষক সমিতি থেকে সদস্য নেওয়া হতে পারে, যার অনুরূপ 'প্রতিনিধিত্বকারী' পরিচয় নেই। পেশাজীবীদের সংগঠন বোধ হয় কোথাও অখণ্ড পরিচয়ে-আর নেই। কোথাও দ্বিধাবিভক্ত, কোথাও ত্রিধাবিভক্ত। ভেঙেছে ভিতর থেকে, ভাঙা হয়েছে বাহির থেকে। সরকারের হাতও সাফ নয়, এই ভাঙা-ভাঙির খেলায়। 'সম্মিলিত দরকষাকষি'র মুকাবেলা করার চেয়ে, পেশাজীবীদের সরকার-পসন্দ অংশটির সঙ্গে আপসরফা করার নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। এতে পেশাজীবীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না, জানা কথা।

বুঝতে পারি, বেশ একটা উদ্বেগ ও অস্থিরতা-অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক সমাজ। এঁদের সাত দফা দাবী এখন এক দফায় দাঁড়িয়েছে। ঘোষণা করলেন সমিতির দীর্ঘদিনের নেতা, বর্ষীয়ান শিক্ষক কামরুজ্জামান। ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যে নতুন নেতৃত্ব এসেছে তিনি সেখানে নেই। এই এক দফা হল, শিক্ষার জাতীয়করণ। অর্থাৎ সরকারী [illegible]